No. of Printed Pages : 15

एम.टी.टी.-003

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

00675

जून, 2019

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. तकनीकी शब्दावली-वाली सामग्री के अनुवाद में आवश्यक सावधानी के बारे में उदाहरण सहित समझाइए । 20

अथवा

अनुवाद करते समय जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, तो अनुवादक के सामने किस प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

বিপ্লব, বৃহত্তর, আপত্তি, সকল, ছবি, পরিচিত, পরামর্শ
অনেক, ঔষধ, বয়স

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

अभिनय, घनिष्ठ, परिचय, एक हजार, पड़ोसी, पहरेदार, तालाब, अँधेरा, किनारा, समाचार

4. निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं ***पाँच*** का बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला में अलग-अलग प्रयोग कर वाक्य बनाइए : *20*

संदेश, अंक, चमत्कार, अर्थ, हिंसा, मूल, सत्कार, आदर, घर, अनुभव

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***चार*** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *4×10=40*

(a) 'সে আবার কী । আমারে আটকাইয়া তোমার লাভ কী ? নম্বর চাইতেছিলা দিয়া দিছি । ওর সাথে এখনই কথা কও । তবে আমি কইলে সে রাজি হইত, তোমার কথা সে মানবে না ।' দশরথ মাথা নাড়ল ।

'মানে কি না আমি বুঝব ।'

বাইরে বেরিয়ে এল বাসুদেব । বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করল, 'ওর ছেলের কাছে ডাক্তারদাদা আছে ?'

'মনে হচ্ছে । এখন কাউকে কিছু বোলো না ।'

'না সাহেব । মরে গেলেও বলব না । আমি তা হলে এখানে থেকে যাই ।'

'তুমি থাকবে ?'

'হ্যাঁ । বুড়োটাকে পাহারা দেব । আপনি চিন্তা করবেন না । শুধু বাসায় একটা খবর দিয়ে দেবেন আর খাবারের জন্যে টাকা লাগবে ।' বঙ্কিম বেশ উত্তেজিত ।

পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে বাসুদেব বঙ্কিমের হাতে দিল, 'তোমার জিম্মায় রইল । ও যদি পালায় তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ডাক্তারকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না ।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সাহেব । হ্যাঁ, আরও কয়েকটা টিকটিকি ধরতে হবে ।'

'কেন ? ওগুলোই থাক না ।'

'না না । আপনি দেখেননি । বেশ কয়েকটার লেজ খসে গিয়েছে ।'

বঙ্কিমের কথায় হেসে ফেলল বাসুদেব । সে লক্ষ করেনি । হ্যাঁ, ছেলেবেলায় সে লক্ষ করত একটু খোঁচালেই টিকটিকির লেজ খসে যেত । খসে যাওয়া লেজগুলো কি ওর প্যান্টের তলায় পায়ের সঙ্গে লেগে আছে ? কে জানে ।

চৌকিদারকে ডেকে সতর্ক করে দিল বাসুদেব । সে যেন বঙ্কিমের কথামতো চলে । চেনা হোক অচেনা হোক কোনও লোক যেন ওপরে না আসে । তারপর গাড়ি নিয়ে সে সোজা চলে এল আগরতলায় ।

এখন দুপুর । কিন্তু বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ । গাড়ির আওয়াজ এবং তাকে নামতে দেখে প্রথমে নীলা ছুটে এল, 'আশ্চর্য ! একটা খবর দেবে তো ?'

'কোনও সুযোগ ছিল না ।'

'আমরা ভেবে মরি । তারওপর তুমি বাবার রিভলভার নিয়ে গিয়েছ ।'

স্ত্রীকে নিয়ে সে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখতে পেল এক্স ডি আই জি স্বশুরকে রিটায়ার্ড সংস্কৃতের মাস্টারের মতো দেখাচ্ছে । রিভলভার বের করে সামনে রাখল সে, 'দেখে নিন । আপনার একটা গুলিও খরচ হয়নি ।'

(b) সকাল আটটা প্রায় ।

ক্ষিতীশ বাজার করে ফিরছে । জুপিটারে আর সে যায় না । সকাল-বিকাল এখন তার কোন কাজ নেই । অবশ্য বাজার করাটা তার নিত্যদিনের কাজগুলির অন্যতম । সে বাজারে যায় বাড়ির কাছের বস্তির সরু গলি দিয়ে, ফেরে, সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চিনড্রেনস পার্কটাকে ঘুরে অন্য পথ ধরে ।

আজ ফেরার পথে দেখল পার্কে খুব ভীড় । বিশ্রাম চালাটায় টেবল চেয়ার পাতা । লাউডস্পীকারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে । হঠাৎ বন্ধ করে ঘোষণা হল – "নেতাজী বালক সঙ্ঘের উদ্যোগে কুড়ি ঘন্টা অবিরাম ভ্রমণ প্রতিযোগিতা । প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কাল রাত আটটায় । শেষ হবে আজ বিকেল চারিটায় ।"

লাউডস্পীকারে অন্য একটা চাপ্য গলা শোনা গেল : "এই শালা, চারিটায় কি রে, বল্ চারি ঘটিকায় । অ্যালাউনস করতে হলে শুদ্ধু করে বলতে হয় ।"

"যা লেখা আছে তাই তো পড়ছি ।"

"দে দে, আমাকে মাইক দে ।"

এরপর অন্য এক কন্ঠে শোনা গেল : "প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে কল্য রাত্রি আট ঘটিকায়, উম্বোধন করেন অতীতদিনের খ্যতকীর্তি ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মাইতি । পতিযোগিতা সমাপ্ত হইবে অদ্য বৈকাল চারি ঘটিকায় । পুরষ্কার বিতরণ করিবেন সন্ধেয় জননেতা ও আমাদের সন্ধেয় প্রধান পিষ্টপোষক শ্রীবিষ্টুচরণ ধর মহাশয় । পতিযোগিতায় নেমেছিল বাইশজন পতিযোগী, আটজন অবসর নিয়েছে ইতিমধ্যে ।"

ক্ষিতীশের চোখ হঠাৎ আটকে গেছে কঞ্চির মত লম্বা, নিকষকালো একটি চেহারাতে ।

গোলাকৃতি পার্কটিকে ঘিরে রেলিং । তার থেকে ছয় হাত ভিতরে সিমেন্টের পথটা বেড় দিয়েছে মধ্যস্থলের ঘাসের জমিকে । প্রতিযোগীরা পথ ধরে হাঁটছে ক্লান্ত, মন্থরগতিতে । অধিকাংশেরই বয়স 16-17 । বৈশাখের ভয়ঙ্কর রোদ মাথয় নিয়ে তপ্ত সিমেন্টের ওপর ওদের সারা দুপুর হাঁটতে হবে ।

(c) বাসুদেব অন্দরমহলে চলে এল । শাশুড়ি তাঁর খাটে শুয়ে কেঁদে চলেছেন । সৌমিত্রর স্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে তাঁর পায়ের পাশে বসে আছে । ওকে দেখে নীলা এগিয়ে এল, 'কী হবে ?'

বাসুদেব কোনও উত্তর দিল না । তার উপস্থিতি টের পেয়ে শাশুড়ি সশব্দে কেঁদে উঠলেন, 'আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও । আমি ওকে যেতে দিতে চাইনি, তোমরা কেউ ওকে বাধা দাওনি । আমার ছেলে যদি মরে যায়, ও ভগবান, আমার কী হবে ।' গোঙানির স্বরে কান্না চলল ।

নীলা গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল, 'মা শক্ত হও, ও এসে গিয়েছে, একটা কিছু ব্যবস্থা হবে ।'

'বাসুদেব কী করবে ? ও তো রিপোর্টার । তোর বাবাই কিছু করতে পারছে না । কোনও খবরই নিয়ে আসতে পারছে না । আমার সব শেষ হয়ে গেল — ! শাশুড়ি হাপাতে লাগলেন ।

সৌমিত্রর স্ত্রী উঠে এল বাসুদেবের সামনে, 'আপনি একটা ব্যবস্থা করন ।'

'কী করব !' অসহায় গলায় বলল বাসুদেব ।

'আমি জানি না । ওর কিছু হলে আমি আত্মহত্যা করব ।' শক্ত গলায় বলল মেয়েটি ।

ঠিক তখনই বাইরের ঘব থেকে চিৎকার ভেসে এল । পি বি-র গলা । কাউকে ভাকছেন, কাকে ভাকছেন তা বোঝা যাচ্ছিল না । ওরা ছুটল, এমনকী শাশুড়িও ।

পি বি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা চিঠি । একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এটা যে আপনার ছেলের লেখা সে ব্যাপারে কি আপনি নিঃসন্দেহ ?'

'ওয়েল, আমি তো অনেকদিন ওর হাতের লেখা দেখিনি ।' পি বি মাথা নাড়লেন । তারপর ওদের দেখতে পেয়ে বললেন, 'গার্ডটা এমন ইডিয়ট যে এই অবস্থায় কে একজন স্কুটারে চড়ে গেটের কাছে এসে আমাকে একটা খাম পৌছে দিতে বলল আর সে তাকে ছেড়ে দিল । লোকটাকে ধরতে পারলে খোকাকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হত ।' পি বি আবার উত্তেজিত হলেন ।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি এসেছে ?'

'খোকার ।' বলেই পি বি সংশোধন করার চেষ্টা করলেন, 'যদিও আমি নিশ্চিন্ত নই এটা ওর লেখা । বউমা, দেখো তো, এটা খোকার হাতের লেখা কিনা !'

সৌমিত্রর স্ত্রী চিঠিতা নিয়ে চোখের সামনে ধরল । লাইনগুলো পড়েই সে কেঁদে উঠল । সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল । বাসুদেব বলল, 'সৌমিত্র কিছুদিন আগে আমাকে চিঠি লিখেছিল । ওর হাতের লেখা আমার মনে আছে, দেখি ।'

সে হাত বাড়াতে সৌমিত্রর স্ত্রী চিঠিটা দিয়ে দিল । চিঠি পড়ে বাসুদেব মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, এটা সৌমিত্রর হাতের লেখা, কোনও সন্দেহ নেই ।'

(d) গঙ্গায় একটা আম ভেসে চলেছে ভাঁটার টানে । তিনজন সাঁতরাচ্ছে সেটাকে পাবার জন্য । কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু-তিনটি বছর চোদ্দ-পনেরোর ছেলে জল থাবড়ে হৈচৈ করে ওদের তাতিয়ে তুলছে । সমানে-সমানে ওরা যাচ্ছে । মাথা তিনটে দু'খারে নাড়াতে নাড়াতে, কনুই না ভেঙ্গে সোজা হাত বৈঠার মত চালিয়ে ওরা আমটাকে তাড়া করেছে ।

হঠাৎ ওদের একজন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করল, অন্য দু'জনকে পিছনে ফেলে । তখনই চীৎকার উঠল — "কো ও ও ও... নি ই ই ই । কো ও ও ও... নি ই ই ই ।" পিছিয়ে পড়া দু'জনও গতি বাড়াল ।

আমটা প্রায় প্রথম ছেলেটির মুঠোয় এসে গেছে । হঠাৎ সে থমকে গেল । হাত ছুঁড়ছে কিন্তু এগোল না । বার দুয়েক তার মাথাটা জলে ডুবল । তারপর সে রাগে চীৎকার করে ঘুরে গিয়ে লাথি ছুঁড়ল ।

ততক্ষণে পিছন থেকে একজন ওকে অতিক্রম করে আমটা ধরে ফেলেছে ।

"পা টেনে ধরেছিল ।" বিষ্টু ধর বলল ।

লোকটি হেসে চশমাটা খুলে ঝোলায় রাখল । ঘাটের বাইরের দিকে সেখানে কয়েকজন উড়িষা ব্রাহ্মণদের একজনের কাছে ঝোলাটা রেখে এসে, লোকটি অতি সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল । চশমা ছাড়া, মনে হচ্ছে, লোকটি যেন অন্ধ ।

জলের কিনারে কাদার উপর তখন মারামারি হচ্ছে, একজনের, সঙ্গে দু'জনের । কাদা ছিটকোচ্ছে । লোকেরা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে সরে গেল । দু-তিনটি ছেলে ওদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে ।

"ঠিক হ্যায়, চালা, আরো জোরে ।"

পা থেকে মাথার চুল কাদায় লেপা কঞ্চির মত সরু চেহারাটা তার লম্বা হাত দুটো এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে । অন্য দুজন সেই বিপজ্জনক বৃত্তের বাইরে কুঁজো হয়ে তাক্ খুঁজছে ।

"ফাইট কোনি ফাইট । চালিয়ে যা বক্সিং ।"

দু'জনের একজন পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর । পড়ে গেল দু'জনেই । "অ্যাই অ্যাই ভাদু চুল টানবি না কোনির । তাহলে কিন্তু আমরা আর চুপ করে থাকব না ।"

(e) 'হ্যাঁ । কিন্তু সেই ছবি আমি আপনাকে অফিসিয়ালি দিতে পারি না ।'

'ওয়েল, ঋণ রইল ।'

'নো । ঋণ রাখা আমি পছন্দ করি না । কখন কার কী হয়, ঋণ আর শোধ করা হবে না ।'

'তা হলে ?' বুঝতে পারল না বাসুদেব ।

'ডি আই জি সাহেবের ডাক্তার ছেলেকে এন.এল.এফ. কিডন্যাপ করেছে অথচ তিনি

ডায়েরি করেননি, পুলিশকে অ্যাকশন নিতে বলেননি, এ কথাটা ঠিক তো ?'

'বোধহয় ঠিক ।' মাথা নাড়ল বাসুদেব ।

'বোধহয় কেন ? আপনার কোনও সন্দেহ আছে ?'

'ডায়েরি করেছেন কি না জানি না । তবে কলকাতা থেকে ফিরে সরাসরি ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি আপনাদের কয়েকজন, যাঁরা ওঁর জুনিয়ার ছিলেন, তাঁরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন ।'

'ঠিক । ডি.আই.জি. সাহেব ওঁদের পরামর্শেই কি ডায়েরি করেননি ?'

হেসে ফেলল বাসুদেব । এখন সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে । সে বলল, 'প্রথম কথা, পি.বি. এখন আর ডি.আই.জি. নন । দ্বিতীয়ত, আমার সামনে অফিসাররা ওঁকে ডায়েরি না করার জন্যে কোনও পরামর্শ দেননি । তৃতীয়ত, ওঁর ছেলেকে এন.এল.এফ. কিডন্যাপ করেনি ।'

'মাই গড ! এটা আপনি জানলেন কী করে ?'

'রিপোর্টাররা কি সোর্স কখনও বলে ।' বাসুদেব হাসল ।

এইসময় একই সঙ্গে বাড়িব ভেতর থেকে চা নিয়ে এল কাজের লোক, আর ইউনিফর্ম পরা একটি লোক বাইরের দরজায় স্যালুট করে দাঁড়াল । লোকটির হাতে বড় খাম ।

শংকরবাবু মাথা নাড়তেই লোকটি এগিয়ে এসে খামটা দিল । শংকরবাবু বললেন, 'ঠিক আছে ।' লোকটি চলে গেল । খামেব ভেতর অনেকগুলো ছবি । গ্রামের ছবি । মাতব্বরদের কয়েকজন । মেয়েগুলোর মুখ । শংকরবাবু দুটো ছবি বাসুদেবের দিকে এগিয়ে ছিলেন । ছবি নিল বাসুদেব । হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা একটি মেয়ের পিঠের ছবি । সেখানে ক্রশ আঁকা ক্ষতটি জ্বলজ্বল করছে । সামান্য রক্ত গড়াচ্ছে ।

শংকর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এটা যে বানানো ছবি নয়, অর্থাৎ এই ছবি ওই ভিক্টিম মেয়েদের কারও তা প্রমাণ করবেন কী করে ?'

(f) বইয়ের পাতায় ফেলুদার আত্মপ্রকাশের 50 বছর পুর্ণ হল এই বছর । স্বভাবতই 'সমাদ্দারের চাবি' এবং 'গোলোকধাম রহস্য' নিয়ে তৈরি 'ডবল ফেলুদা' নিয়ে হাইপ সেইমতোই হয়েছে । নস্ট্যালজিয়ার মাখো-মাখো বাতাবরণে মুগ্ধ ছিল সকলে । যাই হোক, ছবির কথায় আসা যাক । ছোট গল্প নিয়ে কাজ করায় সন্দীপ রায় তাঁর পরিপাট্য আরও একবার দেখালেন । বহুপঠিত হওয়া সত্তেও, দু'টি গল্পের কোনওটিই গতির অভাব বোধ করায়নি । তবুও, টানটান হওয়ার দিক থেকে প্রথম গল্প 'সমাদ্দারের চাবি' কে একটু এগিয়ে রাখতে হয় । বিশেষত আশ্চর্য হতে হয় বাজনা সংগ্রহের সোর্সিং দেখে । খামাঞ্চে বা মেলোকর্ড যে সত্যিই পরদায় দেখা গেল, এ

যথেষ্ট কৃতিত্বের । ফেলুনার ভুমিকায় সব্যসাচী চক্রবর্তীকে কাস্ট করা নিয়ে যাঁরা দুশ্চিন্তা করছিলেন, তাঁদের প্রথমেই বলি... একেবারে ঠিকঠাক মানিয়ে গিয়েছেন সব্যসাচী । তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠার তো কারণই নেই । তোপসের ভুমিকায় সাহেবও যথাযথ । মণিমোহন সমাদ্দারের চরিত্রে ব্রাতা বসুকে অবশ্য একটু 'অ্যাট ইয়োর ফেস' লাগে । সুরজিতের ভুমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় অকারণে কমেডি আনার চেষ্টা করলেন কেন, বোঝা গেল না । 'গোলোকধাম রহস্য' তে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি অবশ্যই নিহার সেনের চরিত্রে বৃত্তিমান চট্টোপাধ্যায় এবং সিধু জ্যাঠা হিসেবে পরান বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে দু'টি গল্পেরই ব্রিফিং সিন একটু কমজোরী । ফেলুদাকে বর্তমান সময়ে এনে ফেললেও, চিঠির ভাষায় কেন সাধুবাংলা থাকবে, এই যুগেও কেন গাড়ির দৃশ্যে আলাদাভাবে বোঝা যাবে দৃশ্যপটের ছুটে যাওয়া... এই নিয়ে প্রশ্ন থাকে । তবে 'ডবল ফেলুদা'র আসল কৃতিত্ব, ছবি শুরুর আগে বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন নিয়ে তৈরি প্রাফিক্স এবং শেষে একটি নস্ট্যালজিক শর্টফিল্ম । সত্যজিৎ রায়ের পান্ডুলিপি, আঁকা, পুরনো ছবি ইত্যাদি সম্বলিত শটফিল্মটিতে নিজেদের ফেলু-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন বিভিন্ন অভিনেতা । মুখে হাসি আনা, আবেগ-থরথর এই এন্ড ক্রেডিটই কিন্তু এই ছবিতে জয়লাভ করল ।

6. निम्नलिखित में से किसी *एक* का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) हम सब उन्हें मन्ना कहते थे । भाषा को बिगाड़ने का कुछ पाप जिन संबोधनों से लगता हो, वैसे संबोधन पिता के लिए तब प्रचलित नहीं हुए थे । लेकिन तब के नाम बाबूजी, पिताजी, बाबा, आदि से भी हम और वे बच गए थे । खूब बड़े भरे-पूरे परिवार में मँझले भाई थे । पिताजी के बड़े भाई उन्हें प्यार से सिर्फ़ 'मँझले' कहते और फिर दादा-दादी से लेकर सभी छोटे बहन-भाई, यानी हमारे चाचा, बुआ, आदि भी उन्हें आदर से 'मँझले भैया' ही कहने लगे थे । मुझसे बड़े दो भाई सन् 1942 में जब पिताजी को पुकारने लायक उम्र में आ रहे थे कि वे जेल चले गए । जेल में लिखी उनकी कविता 'घर की याद' में इस भरे-पूरे परिवार का, उसके स्नेह का, आँखें गीली करने लायक वर्णन है । दो-तीन बरस बाद जब वे जेल से छूट कर लौटने वाले थे, तब ये दोनों बेटे अपने पिता को किस नाम से पुकारेंगे — इस बारे में नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) के घर में बुआओं, चाचाओं में कुछ बहस चली थी । पर जब पिता सामने आकर अचानक खड़े हुए, संबोधन कूद के पार कर लिए थे और सहज ही 'मँझले भैया' कह कर उनकी तरफ दौड़ पड़े थे । दोनों बच्चों को कुछ सलाह, निर्देश भी दिए गए थे । बेटों के लिए भी वे 'मँझले भैया' बने रहे ।

फिर जन्म हुआ मुझसे बड़ी बहन नंदिता का । जीजी से 'मँझले भैया' कहते बना नहीं, उनने उसे अपनी सुविधा के लिए 'मन्ने भैया' किया । फिर मन्ने भैया और थोड़ा घिस कर चमकते-चमकते 'मन्ने' और अंत में 'मन्ना' हो गया । जब मेरा जन्म 1948 में वर्धा में हुआ तब तक पिताजी जगत मन्ना बन चुके थे – सिर्फ़ हमारे ही नहीं, आस-पड़ोस और बाहर के छोटे-से लेकिन आत्मीय जगत के ।

(b) मैकूलाल अमरकान्त के घर शतरंज़ खेलने आये, तो देखा, वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं । पूछा-कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या भाई ? फुरसत हो, तो आओ, आज दो-चार बाजियाँ हो जाएँ ।

अमरकान्त ने सन्दूक में आईना-कंघी रखते हुए कहा – नहीं भाई, आज तो बिल्कुल फुरसत नहीं है । कल जरा ससुराल जा रहा हूँ । सामान-आमान ठीक कर रहा हूँ ।

मैकू – तो आज ही से क्या तैयारी करने लगे ? चार कदम तो हैं । शायद पहली बार जा रहे हो ?

अमर – हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया । मेरी इच्छा तो अभी जाने को न थी; पर ससुरजी आग्रह कर रहे हैं ।

मैकू – तो कल शाम को उठना और चल देना । आध घण्टे में तो पहुँच जाओगे ।

अमर – मेरे हृदय में तो अभी से जाने कैसी धड़कन हो रही है । अभी तक तो कल्पना में पत्नी-मिलन का आनन्द लेता था । अब वह कल्पना प्रत्यक्ष हुई जाती है । कल्पना सुन्दर होती है, प्रत्यक्ष क्या होगा, कौन जाने ।

मैकू – तो कोई सौगात ले ली है ? खाली हाथ न जाना, नहीं मुँह ही सीधा न होगा । अमरकान्त ने कोई सौगात न ली थी । इस कला में अभी अभ्यस्त न हुए थे ।

मैकू बोला – तो अब ले लो, भले आदमी । पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेंगी ?

अमर – तो क्या चीज़ ले जाऊँ ? मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया । कोई ऐसी चीज़ बताओ, जो कम खर्च और बालानशीन हो; क्योंकि घर भी रुपये भेजने हैं, दादा ने रुपये माँगे हैं ।